ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স
(লেভেল-১, ২য় ব্যাচ-(ক্লাস-৬.২)
বিষয়: ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে
জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা-২

গ্রন্থ-৬ ও ৭

... ... (বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা) অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান করতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিলো। তারা সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফিকাহশাস্ত্র সম্পাদনা করেছেন। এখন কুরআন সুন্নাহর আইন বলতে ফিকাহশাস্ত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

(আল মুখতাসারুল কুদুরী, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারী ২০০৮ এ পুন:মুদ্রণ হয়েছে, পৃষ্ঠা-১০ এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং, পৃষ্ঠা-৬)

উল্লিখিত ৭টি গ্রন্থের তথ্যের সম্মিলিত শিক্ষা

কোনটি সঠিক?
কুরআন বুঝার জন্য যে ৯-১৫টি বিষয়ের গভীর জ্ঞান লাগবে বলে প্রচার করা হয়েছে তা সঠিক হলে, পৃথিবীতে কুরআন বুঝার যোগ্য লোক উপস্থিত আছে বা থাকবে-
১. অসংখ্য ২. অনেক ৩. শূন্য জন ৪. বলা কঠিন।

অন্যদিকে, কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য থেকে, কুরআন জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যার যে ৯টি মূলনীতি কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশ উদ্ভাবন (Discover) করেছে সেগুলো-
১. সেগুলো খুব সহজ
২. মনে রাখা ও প্রয়োগ করা সহজ
৩. প্রয়োগ করলে ভুল ব্যাখ্যা করা অসম্ভব
৫. তার ১নম্বরটিসহ কয়েকটি উল্লিখিত তালিকায় নেই
৬. ১নম্বরটিসহ কয়েকটির বিপরীত তথ্য উল্লিখিত তালিকায় আছে।

মূলনীতি ৯টি হলো-
১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই
২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন
৩. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো
৪. কুরআনের বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান বা অন্য যাই হোক না কেন
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা ও কুরআন ব্যাখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মর্যাদা দেয়া

৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense- এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা

৭. আল কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া কোনো আয়াত নেই। অর্থাৎ কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে

৮. যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের কোন মৌলিক বিষয় নয়

৯. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান।

সম্মিলিত পর্যালোচনা

বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

অনুবাদ: আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করেছি স্মরণ রাখা বা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য; অতএব, স্মরণ রাখা বা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কেউ আছে কি? (ক্বামার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

অনুবাদ: নিশ্চয় আমরা তোমার ভাষায় (আরবী ভাষায়) কুরআনকে সহজ করেছি যাতে তারা স্মরণ রাখতে বা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।(দুখান/৪৪ : ৫৮)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَبِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ تُنْذِرَبِه قَوْمًا لُّدًّا

অনুবাদ: অতএব একে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ করা হয়েছে যেন আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তিদের সুসংবাদ দিতে এবং কলহকারীদের সতর্ক করতে পার। (মরিয়ম/১৯ : ৯৭)

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ . ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ

অনুবাদ: তোমার সৃষ্টি ও লালন-পালনকারী মৌমাছির প্রতি ওহী (ক্ষুদে বার্তা/SMS) করেন পাহাড়, গাছ ও যে মাচা তারা (মানুষ) তৈরি করে তাতে বাসা বাঁধার জন্য। অতঃপর প্রত্যেক ফল-ফুল থেকে কিছু কিছু খাও, তারপর তোমার সৃষ্টি ও লালন-পালনকারীর সহজ পথ অনুসরণ করো। (সূরা/১৬ : ৬৯)

বিষয়টির ব্যাপারে হাদীস

... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ.

অনুবাদ: ইমাম বুখারী (রহ.), আবু হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুস সালাম বিন মুতাহহার থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-নিশ্চয় দ্বীন একটি সহজ বিষয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কাঠিন্য (কড়াকড়ী বা বাড়াবাড়ি) করে-দ্বীন তাকে পরাজিত করে দেয়।অতএব তোমরা সহজ পন্থায় বেশী বেশী আমল করো এবং সত্যের কাছাকাছি থেকো; আর সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের শেষাংশে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর।

সহীহ আল-বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.), كِتَابُ الإِيمَانِ(ঈমান অধ্যায়), بَابٌ: الدِّينُ يُسْرٌ (দ্বীন সহজ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৩৯, পৃ. ১৬।

… … …عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا … … …

অনুবাদ: *ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন-*ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমরা শিক্ষা দাও ও সহজ করো এবং কঠিন করোনা। আর তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো, আর তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো, আর তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়লে নীরবতা অবলম্বন করো।

মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব), হাদীস নং ২৫৫৬, পৃ. ৪৯২।

ফিক্‌হী তথ্য-৫
বর্তমানে কুরআন গবেষণা করা, সময় ও শক্তির অপচয়
গ্রন্থ-১

ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধঅনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মাস'আলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। কেননা, ৪র্থ যুগ ও ৫ম যুগের (তৃতীয় হি: থেকে ষষ্ঠ হি: শেষ পর্যন্ত) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে।

আমাদের চোখে সমস্যা যতো নতুন বলেই দৃষ্ট হোক না কেন তার সমাধান ফুকাহেকীরামের কিতাবসমূহে রয়েছে। সেখানে হয় ঐ সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান রয়েছে অথবা তা সমাধানের মূলনীতি উল্লিখিত আছে। সে যুগের (ষষ্ঠ হিজরীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি।সেখানে এতো খুটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়।তবে কালের বিবর্তনে হয়তো কোন এক সময়ে সেগুলোর উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না।বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের মু'জিজা বা শান যা (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)- নিশ্চয় আমরাই যিক'র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী (সূরা হিজর/১৫ : ৯) ঘোষনার বাস্তব প্রতিফলন।

অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাব সমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে।

এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই।তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতেই করতে হবে।মোদ্দা কথা হলো- ইসলামে যেমন ইজতিহাদের দার অবরুদ্ধ নয় তেমনি বল্গাহীন ইজতিহাদেরও কোন সুযোগ নেই।এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে (গবেষণা করার মানে) পৌঁছেছিল। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমরার্ধের দিকে।যেমন- আল্লামা কামাল ইব্‌ন হুমাম (রহ.), আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহ.), আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া (রহ.), আল্লামা ইব্‌ন কায়্যিম (রহ.) প্রমুখ।

(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

লেখক মন্ডলী
১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
২. মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
৩. ড. মাওলানা মহফুজুর রহমান
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা।
৬. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৭. মাওলানা কাজী আবু হোরয়া
৮. ড. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হক
৯. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ
১০. মোঃ এবদুল্লাহ।

সম্পাদক মন্ডলী
১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান
২. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবু সুফিয়ান যাকী।

গ্রন্থ-২
১ম ও ২য় যুগের মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে।
... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা/কিয়াস) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় ব্যতীত অন্যকিছু হইবে না।
(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুন:মুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)
মূল লেখক: বোরহান উদ্দিন আল মারগানানী। জন্ম- ৫১১ হি:, মৃত্যু-৫৯৩ হি:।

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত উল্লিখিত ২টি গ্রন্থের তথ্যের সম্মিলিত শিক্ষা

উল্লিখিত দু'টি গ্রন্থের কালো অক্ষরের অংশের শিক্ষ হলো- হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের পর কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে গবেষণা করাকে সময় শক্তির অপচয় করা তথা গুনাহ.উল্লিখিত দু'টি গ্রন্থের কালো অক্ষরের অংশের শিক্ষ হলো- হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের পর কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে গবেষণা করাকে সময় শক্তির অপচয় করা তথা গুনাহ। এ কথা মুসলিম জাতি মনেপ্রাণে গ্রহন করেছে। তাই, হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের পর কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে আর কোন মৌলিক গবেষণা (Original Research) হয়নি। যা হয়েছে তা সবই হলো পূর্বের গবেষণার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনমূলক গবেষণা (Review Research)।

সম্মিলিত পর্যালোচনা

বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْأنَ اَمْ عَلى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَاَ.

অনুবাদ: তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, না তাদের অন্তরে তালা পড়ে গিয়েছে?
(সূরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ: আর তোমার প্রতি যিক'র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যম) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারও (মানুষেরা) যেনো (অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় নিয়ে) চিন্তা-গবেষণা করে। (সূরা নাহল/১৬ : ৪৪)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ: তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলো- এ দু'টির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি- উপকারিতার চেয়ে; আর তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে যে, তারা আল্লাহর পথে কী ব্যয় করবে? বলে দাও, (প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে।এভাবে আল্লাহ আয়াতের মাধ্যমে (কোনো জিনিসের মূল বিষয়) তোমাদের নিকট স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা (তার সকল কল্যাণকর ও ক্ষতিকর দিক বের করা এবং তার মাধ্যমে মানব সভ্যতার কল্যাণ সাধনের জন্য) গবেষণা করতে পারো।(সূরা বাকারা/২: ২১৯)

বিষয়টির ব্যাপারে হাদীস

হাদীস-১

... ...عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

অনুবাদ: ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবু সাঈদ (রা.) হতে বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, আমার রব বলেন যে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক'র করতে এবং আমার নিকট চাইতে সুযোগ পায় না আমি তাকে

দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিব। আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

- ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূল স. থেকে বর্ণিত কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ (পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৯২৬, পৃ. ৫১৩।

কোনটি সঠিক?হাদীসখানিতে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকা বলতে বোঝানো হয়েছে কুরআন-

১. তিলাওয়াত শেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকা
২. অর্থ শেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকা
৩. গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকা
৪. বলা কঠিন

হাদীস-২

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- কিছু সময় চিন্তা-গবেষণা করা ৬০ (ষাট) বছর ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম।

(মাকতাবাতুশ শামেলাহ, জামেউস সগীর, হাদীস নং ৫৮৯৭)

আলোচ্য বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সম্মিলিত শিক্ষা

কোনটি সঠিক? উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের তথ্যগুলোতে কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে গবেষণার কাল, ব্যক্তি ও বিষয় বলা হয়েছে-

১. সাহাবী যুগের মানুষদের শুধু ধর্মীয় বিষয় নিয়ে
২. তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষদের শুধু ধর্মীয় বিষয় নিয়ে
৩. যেকোন যুগের মানুষদের যেকোন বিষয় নিয়ে
৪. বলা কঠিন

এর কারণ হলো-

- প্রকৃতি (Nature) আছে গবেষণার বিষয়ের তালিকার সফ্ট কপি।
- কুরআনে আছে গবেষণার বিষয়ের তালিকার হার্ড কপি।

কুরআন নিয়ে সকল মানুষকে কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে যাওয়াকে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়ার প্রধান কারণগুলোর শিরোনাম হলো-

১. মানব ব্রেইনের বুঝ, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহন ইত্যাদি ক্ষমতা উৎকর্ষিত হওয়া
২. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) দৃঢ় হওয়া
৩. কুরআন বুঝা ও ব্যাখ্যা করার শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া
৪. কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়া। ফলসরুপ কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া
৫. কুরআনের যুগের আলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হওয়া
৬. বিজ্ঞান বিষয়ক আবিস্কারের মাধ্যমে মানুষের সাধারণ কল্যাণ হওয়া

৭. বিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে ইসলামী তথ্য ও বিধি-বিধানের যৌক্তিকতা ও কল্যাণ তুলে ধরতে পারা। এর মাধ্যমে মানুষকে মণ থেকে ইসলাম গ্রহন করিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হওয়া।
৮. বিজ্ঞান বিষয়ক আবিস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী সমাজ টিকে থাকা সম্ভব হওয়া এবং এর মাধ্যমে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ হওয়া।

যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর না করা এবং অনুবাদ ও তাফসীরের সংস্করণ বের না করার ক্ষতির দু’টি উদাহরণ-

উদাহরণ-১

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .

(আল আলাক/৯৬ : ২)

প্রায় সব অনুবাদ গ্রন্থে লেখা অনুবাদ: (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। এ অনুবাদের ক্ষতি: চিকৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র বলতে পারে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাওয়া। যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ: (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ (কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু) থেকে। এ অনুবাদের কল্যাণ: চিকৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রের কুরআনের প্রতি বিশ্বাস বেড়ে যাবে।

উদাহরণ-২

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

সরল অনুবাদ: অতঃপর কেউ অনু পরিমাণ সৎকাজ করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অনু পরিমাণ মন্দ কাজ করে থাকলে সেও তা দেখতে পাবে। (আল যিলযাল/৯৯: ৬-৭)

অতীতের ব্যাখ্যা:

দুনিয়ায় কেউ অনু পরিমাণ নেকী করে থাকলে পরকালে পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অনু পরিমাণ গুনাহ করে থাকলেও শাস্তি পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে।

এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রায়:

মু’মিন ব্যক্তির আমলনামায় কিছু নেক আমল এবং কিছু গুনাহ থাকলে গুনাহর জন্য তাকে প্রথমে কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। অত:পর নেক আমলের জন্য সে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে। আর এ আয়াত দু’খানিকে মু’মিনের চিরকাল জাহান্নামে না থাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কুরআনের দলিল ধরা হয়েছে।

(তথ্য সূত্র-আকাইদুন নাসাফীয়াহ, আল-বারাকা প্রিন্টার্স, প্রকাশক মুহাম্মাদ বিন আমিন, পৃষ্ঠা-১২৭। ইমাম নাসাফীর জন্ম ৪৬১ হিজরীতে ইরাকের নাসাফ নামক স্হানে এবং মৃত্যু ৫৩৭ হিজরীতে)।

পূর্বের যুগে ব্যাখ্যার কারণ: ভিডিও রেকর্ডিং সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা।

বর্তমান যুগের ব্যাখ্যা:

ফেরেশতাগণ মানুষের দুনিয়ার সকল কাজ অতি উন্নত মানের ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে সংরক্ষণ করছেন। শেষ বিচারের দিন অপরাধের প্রমাণ হিসেবে ঐ ভিডিও ক্লিপস্ ব্যবহার করা হবে।

ফিক্হী তথ্য-৬

'প্রচলিত ফিক্হগ্রন্থে উপস্থিত থাকা বিষয় (Setteled issue) নিয়ে গবেষণা করা নিষেধ তবে নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা নিষেধ নয় ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধঅনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মাস'আলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। কেননা, ৪র্থ যুগ ও ৫ম যুগের (তৃতীয় হি: থেকে ষষ্ঠ হি: শেষ পর্যন্ত) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে।

আমাদের চোখে সমস্যা যতো নতুন বলেই দৃষ্ট হোক না কেন তার সমাধান ফুকাহেকীরামের কিতাবসমূহে রয়েছে। সেখানে হয় ঐ সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান রয়েছে অথবা তা সমাধানের মূলনীতি উল্লিখিত আছে। সে যুগের (ষষ্ঠ হিজরীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি।সেখানে এতো খুটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়।তবে কালের বিবর্তনে হয়তো কোন এক সময়ে সেগুলোর উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না।বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের মু'জিজা বা শান যা (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)- নিশ্চয় আমরাই যিক'র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী (সূরা হিজর/১৫ : ৯) ঘোষনার বাস্তব প্রতিফলন।

অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হ্যাঁ, যদি এমন সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাব সমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে।এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই।তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতেই করতে হবে।মোদ্দা কথা হলো- ইসলামে যেমন ইজতিহাদের দার অবরুদ্ধ নয় তেমনি বল্গাহীন ইজতিহাদেরও কোন সুযোগ নেই।

এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে (গবেষণা করার মানে) পৌঁছেছিল। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমরার্ধের দিকে।যেমন- আল্লামা কামাল ইব্ন হুমাম (রহ.), আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহ.), আল্লামা ইব্ন তায়মিয়া (রহ.), আল্লামা ইব্ন কায়্যিম (রহ.) প্রমুখ।

(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

লেখক মন্ডলী
১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
২. মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
৩. ড. মাওলানা মহফুজুর রহমান
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা।
৬. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৭. মাওলানা কাজী আবু হোরয়া
৮. ড. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হক
৯. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ
১০. মোঃ এবদুল্লাহ।

সম্পাদক মন্ডলী
১. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান
২. মাওলানা যাইনুল আবেদীন
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবু সুফিয়ান যাকী।

গ্রন্থ-২
১ম ও ২য় যুগের মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে।
... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা/কিয়াস) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় ব্যতীত অন্যকিছু হইবে না।
(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুন:মুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)
মূল লেখক : বোরহান উদ্দিন আল মারগানানী। জন্ম- ৫১১ হি:, মৃত্যু-৫৯৩ হি:।

বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস
কুরআন ও হাদীস যত যায়গায় কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে বলা হয়েছে তার কোথাও গবেষণার কোন কাল বা ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা হয়নি।এর কারণ কি তাও আয়াত ও হাদীসগুলোতে উল্লেখিত আছে।
পর্যালোচনা

বক্তব্যটি সরলভাবে পড়লে মনে হয় প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্র মতে গবেষণার দরজা কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত আছে।কিন্তু বিষয়টি তা নয়। এর মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্র আছে।কি সেই ষড়যন্ত্র?ষড়যন্ত্রটি হলো-ইবলিস ও তার দোসররা অসংখ্য মৌলিক ভুল তথ্য প্রণয়ণ করে ইসলামের প্রথম দিকের মণীষীদের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থে ঢুকিয়ে রেখেছে।

এখন মুসলিমদের সকল বিষয় নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ দিলে ঐ মৌলিক ভুলগুলো সংশোধন হয়ে যাবে। তাই, ইবলিস ও তার দোসররা এ তথ্যটি চালু করেছে নিম্নের দু'টি কারণের জন্যে-

১. গবেষণা একেবারেই করা যাবেনা ধরনের কথ বলা হলো না। ফলে মুসলিমরা খুশী থাকবে।

২. অমৌলিক বা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মুসলিমরা গবেষণায় ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু মৌলিক অসংখ্য ভুল তাদের সমাজে চালু থাকবে। ফলে মুসলিমরা বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাড়াবার ক্ষমতা ফিরে পাবে না।

আলোচ্য তথ্যের বিষয়ে চূড়ান্ত রায়

বক্তব্যটি-

১. কুরআনের আয়াত এবং রাসূল (স.)-হাদীস অস্বীকার করা মূলক বক্তব্য। অর্থাৎ এটি বলা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

২. ইসলামের কোন প্রকৃত মণীষীর বক্তব্য বললে বা বিশ্বাস করলে, ঐ মণীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে। তাই, ব্যক্তির কবীরা গুনাহ হবে।

৩. এটি ইবলিসের দোসরদের (গোয়েন্দা মণীষী) ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণের নামে চালিয়ে দেয়া কথা।

৪. মুসলিম জাতিকে বিশ্ব সভায় পরাজিত শক্তি হিসেবে রেখে মানব সভ্যতাকে চরম অশান্তিতে রাখার ইসলিস ও তার মানব দোসরদের প্রচেষ্টা।

৫. কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস ও মূলনীতি পরিবর্তন করা ব্যতীত এ ধরণের তথ্য কারো শেখা বা শেখনো অসম্ভব।

ফিক্হী তথ্য-৭

বিজ্ঞান পড়া নিষিদ্ধ (এটি দুনিয়াবী বিষয়)

তথ্য-১

বস্তুত দ্বীনি ইলম ব্যতীত যত ইলম আছে তা সবই আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক।

এ মর্মে আল্লামা রূমির এ শেরটি প্রণিধানযোগ্য-

علمِ دِین فِقہَ اسْت و تفسیر و حد یث . ھَرکه خَواند غَیرازین کردد خبیث.

অনুবাদ: ইলমে দ্বীন হলো- ইলমে ফিক্হ, তাফসীর ও হাদীস। এগুলো ছাড়া যে অন্য কিছু অধ্যয়ন করবে সে আল্লাহ বিস্মৃত হতে বাধ্য। (পৃষ্ঠা নং ১৬, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশকাল ০৯. ১১. ২০০৪ ইং)

তথ্য-২

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের ইসলামী শিক্ষায়, বিজ্ঞান শেখা বা শেখানো খুব গুরুত্বহীন একটি বিষয়।

তথ্য-৩

দক্ষিন এশিয়ার কাওমী মাদ্রাসার সিলেবাসে, বিজ্ঞান বলে কোন বিষয় নেই।আর বিজ্ঞান একটি দুনিয়াবী বিষয় বলে ছাত্রদের তা জানতে বা পড়তে নিরুৎসাহিত করা হয়।তবে আনন্দের বিষয় প্রায় তিন, চার বছর হলো পূর্বে বিজ্ঞানকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে তার অগ্রসর হওয়ার গতি খুব ধীর।

তথ্য-৪
দক্ষিন এশিয়ার আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাসে বিজ্ঞান গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে আছে এবং খুব কম ছাত্রই বিজ্ঞান বিভাগে পড়ে।

বিজ্ঞান পড়া নিষিদ্ধ কথাটির পর্যালোচনা

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১
বিজ্ঞান ব্যতীত বর্তমান মানব জীবন কল্পনাও করা যায় না।

দৃষ্টিকোণ-২
বিজ্ঞান অকল্পনীয়ভাবে পিছিয়ে পড়া বর্তমান মুসলিম জাতির অন্য জাতির গোলামে পরিনত হওয়ার একটি প্রধান কারণ।

আল কুরআন
তথ্য-১

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ .

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ .

اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ .

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

(আলাক/৯৬ : ১-৫)

অনুবাদ:
- পড়ো (জ্ঞান অর্জন করো) তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন
- যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ‘আলাক’ (কোন স্থান থেকে ঝুলে থাকা জিনিস সদৃশ বস্তু) থেকে
- পড়ো (জ্ঞান অর্জন করো), আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত
- যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে
- (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানে না।

তথ্য-২

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ.

অনুবাদ: আর উলুল আলবাবগণ ব্যতীত কেউ (কুরআন থেকে) শিক্ষালাভ করে না (করতে পারে না)।
(সূরা আলে-ইমরান/৩: ৭)

ব্যাখ্যা: এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে- শুধুমাত্র উলুল আলবাবগণ কুরআন থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

কোনটি সঠিক?উলুল আলবাব কারা তা মুসলিমদের জানা ও বুঝার প্রয়োজন-
১. অপরিসীম ২. সামান্য ৩. অনেক ৪. বলা কঠিন

উলুল আলবাবের কুরআনিক সংজ্ঞা-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ ِلأُولِي الأَلْبَابِ.الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض ... ...

অনুবাদ: নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দিন রাত্রির আবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবদের জন্য নিদর্শন (শিক্ষনীয় বষয়) রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে ... ... (সূরাআলে-ইমরান/৩ : ১৯০

আয়াতখানি অনুযায়ী ‘উলিল আলবাব’ বলতে কোন ধরনের মানুষদের বোঝাবে?

আয়াতখানি অনুযায়ী দু’টি বৈশিষ্ট থাকলে ব্যক্তি ‘উলিল আলবাব’ বলে গন্য হবে-

1 দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে (সর্ববস্থায়) আল্লাহর যিক’র কর তথা কুরআনের আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য স্মরণ ও অনুসরণ করা। অর্থাৎ প্রকৃত মুসলিম।
2 আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। অর্থাৎ বিজ্ঞানী।

তই, আয়াতখানি অনুযায়ী ‘উলিল আলবাব’ হলেন-প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ।

কোনটি সঠিক?আয়াতখানি অনুযায়ী কুরআন থেকে অধিক সঠিক শিক্ষা নিতে, আমল করতে এবং অপরকে সঠিকভাবে শেখাতে পারবে-
১. প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ
২. প্রচলিত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষীত ব্যক্তিগণ
৩. অমুসলিমগণ
৪. বলা কঠিন

তথ্য-৩

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ .

অনুবাদ: আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে। আর তোমাদের নিজের (শরীরের) মধ্যে; তোমরা কি দেখোনা?(আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)
ব্যাখ্যা: বর্তমানে ‘দেখা’ বলতে বুঝায়- খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা
আয়াতদু’খানির শিক্ষা হলো-

১. দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে
২. দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য উদাহরণ রয়েছে পৃথিবীতে এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে
৩. বলা কঠিন

২১নং আয়াখানির শেষে- খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানব শরীরের মধ্যের ও বাইরের পৃথিবীর উদাহরণ না দেখার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে।

তথ্য-৪

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

(আল বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতখানির অংশ ভিত্তিক অর্থ ও ব্যাখ্যা-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণির উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেননা

ব্যাখ্যা: নিশ্চয় আল্লাহ কুরআনকে বুঝানো, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, তাঁর ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ প্রাণির উদাহরণের সাহায্য নিতে লজ্জাবোধ করেননা

শিক্ষা: কোন মানুষের কুরআন জানা, বুঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করার জন্য মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কোন ধরণের লজ্জাবোধ করা বা দুর্বলতা থাকা উচিৎ নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ

অনুবাদ: অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয়ই উহা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)

ব্যাখ্যা: যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নিবে যে- প্রাণী বিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বুঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করার জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছে থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানীক ও সাধারণ শিক্ষা।কুরআন সম্পর্কে সূরা বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'

আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'

- কোনটি সঠিক?শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে কুরআনের বক্তব্য ও প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহণের গুরুত্বের মধ্যে-
  ১. ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান

২. অনেক পার্থক্য বিদ্যমান
৩. কোনো পার্থক্য নেই
৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক?কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ-
  ১. অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন
  ২. তেমন গুরুত্ব দেননি
  ৩. কোনোই গুরুত্ব দেননি
  ৪. বলা কঠিন

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

অনুবাদ: আর যারা কাফের তারা বলে- এ ধরনের (ক্ষুদ্র প্রাণির) উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা: যারা প্রাণীবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানীক ও সাধারণ শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ

অনুবাদ: এর (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।
ব্যাখ্যা: প্রাণীবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানীক ও সাধারণ শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে প্রাণী বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানীক ও সাধারণ শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করা বা করতে ব্যবহার করার কারণে অনেকে সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

অনুবাদ: আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ব্যতীত আর কাউকে তিনি এটা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দিয়ে পথভ্রষ্ট করেননা।
ব্যাখ্যা: আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণীবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানীক ও সাধারণ শিক্ষাকে ব্যবহার করে কেবল গুনাহগাররা পথভ্রষ্ট হয়। পুরো আয়াতখানিতে (বাকারা/২ : ২৬)- কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের কল্যাণ ও গুরুত্ব যতো ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি এর কারণ হলো- মানুষও একটি প্রাণি। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত), কুরআন বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশী কার্যকর

তথ্য-৫

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতোক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। (হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

অতীতে দেখার একমাত্র উপায় ছিল খালি চোখ। বর্তমানে যোগ হয়েছে অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে বলা হয়েছে- খালি চোখ, অনুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদূর যায় ততোদূর এবং মানুষের শরীর মধ্যে থাকা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে, ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কৃত হতে থাকবে। ঐ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী, যে সকল আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় একদিন সত্য প্রমাণিত হবে তার অর্ধেক হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কার

তাই, শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকলেই কুরআনের অর্ধেক তথ্য সহজে বোঝা যায়। একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানীকে পদার্থ, রসায়ণ, সাধারণগণিত, বিজগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি তথা সাধারণ বিজ্ঞানের অনেক দিকেরও মূল জ্ঞান জানতে হয়। তাই, একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর জন্য কুরআনের অর্ধেকের অনেক বেশী অংশের বক্তব্য বোঝা সহজ হয়।

আল হাদীস
হাদীস-১
... ...عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

অনুবাদ: ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন-আবু সাঈদ (রা.) হতে বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, আমার রব বলেন যে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক’র করতে এবং আমার নিকট চাইতে সুযোগ পায় না আমি তাকে দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিব।আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।

- ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূল স. থেকে বর্ণিত কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ (পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৯২৬, পৃ. ৫১৩।

কোনটি সঠিক?হাদীসখানিতে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকা বলতে বোঝানো হয়েছে কুরআন-
১. তিলাওয়াত শেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকা
২. অর্থ শেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকা
৩. গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকা
৪. বলা কঠিন

হাদীস-২

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةٍ .

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেছেন, কিছুক্ষণ চিন্তা-গবেষণা করা ৬০ (ষাট) বছর (নফল) ইবাদাত করার চেয়ে উত্তম। (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: দারেমী, হাদীস নং ২৬৪)

- কোনটি সঠিক?উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে জায় ইসলামে বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করার গুরুত্ব-
  ১. তেমন নয়   ২. অপরিসীম   ৩. অনেক   ৪. বলা কঠিন

ফিক্হী তথ্য-৮
প্রচলিত ফিক্হগ্রন্থ বিস্তারিত না পড়ে কুরআন ও হাদীস পড়া বৈধ নয়

গ্রন্থ-১
মাযহাবের ইমামগণ কোরআন ও সুন্নাহের কোনো স্থানের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কি মাসয়ালা বা কি আইন রচনা করিলেন তাহা সম্যকরূপে অবগত না হইয়া আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ হইতে মাসয়ালা বাহির করা বা ব্যাখ্যা করা আদৌ বৈধ হইবে না।
অতএব ফিকাহ শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞানার্জনের পর কুরআন ও সুন্নাহ অনুশীলন করা উচিত।
(আল-মুখতাসারুল কুদুরী, সপ্তম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৯, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

গ্রন্থ-২
ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন
হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধঅনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে।এমনকি মাস'আলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশী প্রয়োজন হয় না।কেননা, ৪র্থ যুগ ও ৫ম যুগের (তৃতীয় হি: থেকে ষষ্ঠ হি: শেষ পর্যন্ত) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিকাহশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরী করে গিয়েছেন যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে।আমাদের চোখে সমস্যা যতো নতুন বলেই দৃষ্ট হোক না কেন তার সমাধান ফুকাহেকীরামের কিতাবসমূহে রয়েছে। সেখানে হয় ঐ সমস্যার সুনির্দিষ্ট সমাধান রয়েছে অথবা তা সমাধানের মূলনীতি উল্লিখিত আছে। সে যুগের (ষষ্ঠ হিজরীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ) কিতাবসমূহে এমন সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা বাস্তবে এখনো ঘটেনি।সেখানে এতো খুটিনাটি সমস্যারও সমাধান রয়েছে যা এখন অলীক বা কল্পনা বলে মনে হয়।তবে কালের বিবর্তনে হয়তো কোন এক সময়ে সেগুলোর উদ্ভব হবে। তখন সেগুলোর সমাধান ঐ পুরাতন কিতাবেই পাওয়া যাবে। নতুন ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে না।বস্তুত এটি হচ্ছে ইসলামের মু'জিজা বা শান যা (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)- নিশ্চয় আমরাই যিক'র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী (সূরা হিজর/১৫ : ৯) ঘোষনার বাস্তব প্রতিফলন।অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা।

হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাব সমূহে নেই এবং সেখানে এর মূলনীতিও উল্লেখ নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে।এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দরজা চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই।তবে তা মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতেই করতে হবে।মোদ্দা কথা হলো- ইসলামে যেমন ইজতিহাদের দার অবরুদ্ধ নয় তেমনি বল্গাহীন ইজতিহাদেরও কোন সুযোগ নেই।এ যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিমই দরজায়ে ইজতিহাদে (গবেষণা করার মানে) পৌঁছেছিল। তবে তা ছিল এ যুগের প্রথমরার্ধের দিকে।যেমন- আল্লামা কামাল ইব্‌ন হুমাম (রহ.), আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (রহ.), আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া (রহ.), আল্লামা ইব্‌ন কায়্যিম (রহ.) প্রমুখ।

(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

লেখক মন্ডলী

১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ফরীদী
২. মাওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
৩. ড. মাওলানা মহফুজুর রহমান
৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম
৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা।

উল্লিখিত ২টি গ্রন্থের তথ্যের সম্মিলিত শিক্ষা

বর্তমানে কুরআন ও হাদীস নিয়ে গবেষণা করা শুধু তার জন্য বৈধ, যে-

1. মাযহাবের ইমামগণ তথা তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মণীষীগণের লেখা ফিক্‌হগ্রন্থ বিস্তারিতভাবে পড়ে তাঁরা যে নীতিমালা (উসূল) অনুসরণ করেছেন তা গভীরভাবে জেনে নিয়েছে।
2. প্রথম শর্তটি পূরন করার পর যদি কেউ কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হয় তবে তাকে পূর্বের মণীষীগণের প্রণয়ণ করা নীতিমালা অনুসরণ করেই শুধু সে ব্যাখ্যা করতে হবে।

বিষয়টির পর্যালোচনা

চিকিৎসা বিজ্ঞান

চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা নেয়ার (চিকিৎসা করা) নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)

আল কুরআন

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অনুবাদ: তোমরা যদি না জানো (না জানতে/না বুঝতে পারো) তবে আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মণীষী/ফকিহ) নিকট জিজ্ঞাসা করো। (আল আম্বিয়া/২১ : ৭, নাহল/১৬ : ৪৩)

আয়াতখানির শিক্ষা-

1. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে
2. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে

3. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা করে তাদের সেটি জেনে নিতে হবে
4. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে সে বিষয়ে ইজমা বা কিয়াস পর্যালোচনা না করলেও চলবে
5. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে ইজমা বা কিয়াস দিয়ে তা যাচাই করে অধিক তথ্য ভিত্তিকটি গ্রহণ করায় দোষ নেই
6. ইজমা বা কিয়াস যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।
7. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রিফারেন্স।

আল হাদীস

... ...عَنْ جَدِّهِ (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو بْنُ الْعَاصِ)، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ... ... ... فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ: ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুর রাজ্জাক থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন-আবদুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) একবার কিছু লোককে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধ করতে দেখলেন... ... ...আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে তোমাদের যা বুঝে আসে তা তোমরা বলো। আর আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তোমাদের বুঝে আসেনা সে সম্পর্কে যিনি বুঝেন তার (মনীষী/বিশেষজ্ঞ) ওপর সেটি ছেড়ে দাও।

- মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস), পঞ্চম খণ্ড, হাদীস নং ৬৭৪১, পৃ. ১৭০।

বিজ্ঞান পড়া নিষিদ্ধ তথ্যের বিষয়ে চূড়ান্ত রায়-

প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের 'প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ বিস্তারিতভাবে না পড়ে কুরআন ও হাদীস পড়া বৈধ নয়' বক্তব্যটি-

1. কুরআনের আয়াত এবং রাসূল (স.)-হাদীস অস্বীকার করা মূলক বক্তব্য। অর্থাৎ এটি বলা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।
2. ইসলামের কোন প্রকৃত মণীষীর বক্তব্য বললে বা বিশ্বাস করলে, ঐ মণীষীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে। তাই, ব্যক্তির কবীরা গুনাহ হবে।
3. এটি ইবলিসের দোসরদের (গোয়েন্দা মণীষী) ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণের নামে চালিয়ে দেয়া কথা।
4. মুসলিম জাতিকে বিশ্ব সভায় পরাজিত শক্তি হিসেবে রেখে মানব সভ্যতাকে চরম অশান্তিতে রাখার ইসলিস ও তার মানব দোসরদের প্রচেষ্টা।
5. কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত জ্ঞানের উৎস ও মূলনীতি পরিবর্তন করা ব্যতীত এ ধরণের তথ্য কারো শেখা বা শেখনো অসম্ভব।

ফিক্হী তথ্য-৯

‘তাকলীদ (অন্ধ-অনুসরণ) ফরজ

গ্রন্থ-১

হিজরী সপ্তম শতকের প্রারম্ভ থেকে খালিস তাকলীদের (অন্ধঅনুসরণ) যুগের সূচনা হয়। এ যুগে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক না থাকার কারণে ইজতিহাদ প্রক্রিয়া প্রায় থেমে যায়। ফলে উলামায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষ সকলেই তাকলীদ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মাস’আলার ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও এখন খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। ... ...

(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ১ম প্রকাশ জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭৯; প্রকাশক- ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

গ্রন্থ-২

ৰশাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) ইমাম বাগাবী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলোর একটিও কম থাকবে, তার জন্য কোনো মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা ব্যতীত অন্য পথ নেই।

১. কুরআনের সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালের জ্ঞান,
২. নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান,
৩. মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতসমূহের জানা,
৪. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের জানা,
৫. পুরো কুরআনের ব্যাখ্যায় রাসূল (স.)-এর রেখে যাওয়া দশ লক্ষ হাদীস সনদের ভিন্নতাসহ জানা আবশ্যক। কমপক্ষে যে সকল হাদীস দ্বারা শরিয়তের বিধি-বিধান সাবস্ত হয় সেসব হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের জীবন ইতিহাসসহ মুখস্ত থাকা,
৬. আরবী ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া,
৭. আল্লাহ তা’য়ালার পক্ষ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দিষ্ট দ্বারা বিশষভাবে ভূষিত হয়ে অত্যাধিক স্মরণশক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া,
৮. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের প্রক্রিয়া সমূহের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।

(১. কান্জুল উসূল ইলা মা’রিফাতিল উসূল-২৭০, ২. উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা-২৩৬, ৩. আল মালাল ওয়ান নাহাল-১/২০০, মিশরী ছাপা)

গ্রন্থ-৩ ও ৪

৭ম স্তরের (ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের চেয়ে নিম্ন মানের) আলেমগণের মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নাই। ভালো-মন্দের পার্থক্য করার মত যোগ্যতা তাঁদের নাই।
তাঁহারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করিয়া থাকেন। (কুরআন, হাদীস গবেষণা করে) ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) দেয়া তাদের জন্য জায়েয নাই। তাঁহারা শুধু (প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র মুখস্থ করে) ইতিহাসের মতো মাসয়ালা বর্ণনা করিতে পারিবেন।

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনঃমুদ্রণ, মে ২০০৫ ইং, পৃষ্ঠা-৫২। ফাজিল ক্লাসের পাঠ্য বই এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পৃ-২৩)

কোনটি সঠিক?

ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি/৮১০-৮৭০ ঈসায়ী), আওযায়ী, সাওরী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ চলে যাওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তাঁদের মত যোগ্যতাসম্পন্ন বলে দাবি-

১. করবেন না/করলেও তা গ্রহনযোগ্য হবে না
২. করবেন/করলে তা গ্রহনযোগ্য হবে
৩. কোনটি সঠিক নয়
৪. বলা কঠিন।

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত উল্লিখিত ৪টি গ্রন্থের তথ্যের সম্মিলিত শিক্ষা

তিনটি গ্রন্থের উল্লিখিত তথ্যগুলোর শিক্ষা হলো- ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে, হিজরী ৬ষ্ট শতকের পরের সকলকে পূর্বের মণীষীগণের দেয়া ফতওয়াকে (গবেষণার ফলাফল) অন্ধভাবে অনুসরণ (তাকলীদ) করতে হবে। কারণ, হিজরী ৬ষ্ট শতকের পরের মানুষদের জ্ঞান-বুদ্ধি পূর্বের মণীষীদের তূলনায় শূন্য বা ভীষণভাবে কম।

সম্মিলিত পর্যালোচনা

বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন

তথ্য-১

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ: বল, যারা জ্ঞানী এবং যারা অজ্ঞ তারা কি সমান হতে পারে? (যুমার/৩৯ : ৯)

আয়াতখানিতে থাকা প্রশ্নের উত্তরের প্রবাহচিত্র-

তথ্য-২

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

(মায়েদা/৫ : ১০৪)

অনুবাদ: যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রাসূলের (সুন্নাহ) দিকে আসো, তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদাদের (পূর্বের আকাবের/মণীষীগণ) যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট; তাদের বাপ-দাদারা কোন বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

ব্যাখ্যা: কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের দিকে ডাকা হলে অনেকে বলে ঐ বিষয়ে বাপ-দাদা তথা পূর্বের আকাবের/মণীষীগণের বক্তব্য ও আমল তাদের জন্য যথেষ্ট।

আয়াতখানিতে মানুষের এই ধরণের কথাকে যুক্তির মাধ্যমে খন্ডন করা হয়েছে।

কোনটি সঠিক?

একটি বিষয়ে পূর্বের সকল আকাবের/মণীষীর বক্তব্য ও আমল ভুল হওয়ার কারণ হতে পারে-

১. ইচ্ছাকৃতভাবে করা ভুল

২. শয়তানের ধোকা
৩. সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা
৪. বলা কঠিন

আয়াতখানিতে বলা হয়েছে- সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে তাদের পূর্বের আকাবের/মণীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে ভুল হওয়া সাভাবিক। তাই, সকল বিষয়ে তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা সঠিক হবে না।

তথ্য-৩
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلـهًا وَّاحِدًا لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
(তাওবা/৯ : ৩১)

অনুবাদ: তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীগণকে রব বলে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়মের পুত্র মাসীহকে; অথচ তারা এক উপাস্যের (ইলাহের) ইবাদাত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল; তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই; তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি পবিত্র!

ব্যাখ্যা: আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ্ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সকলকে তাদের সমাজের ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে রবের সমতূল্য মনে করতে নিষেধ করেছেন।আর এটিকে শিরকী কাজ বলে আয়াতের শেষে উল্লেখ করেছেন।হাদীসের ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানা যায়- এখানে ধর্মের পণ্ডিতদেরকে নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে রবের সমতূল্য মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বিষয়টির ব্যাপারে হাদীস

হাদীস-১
أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ
... ... عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ... ...أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.
অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বকর (রা.)-এর বর্ননা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ আল বুখারী’ গ্রন্থে লিখেছেন-*
আবূ বকর (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুত্‌বা দিলেন এবং বললেন ... ... তিনি বললেন, হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতঃপর তিনি বললেন- উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার বক্তব্য তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) পৌঁছিয়ে দেয়।কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে। তোমরা আমার পরে পরস্পর মারামারি করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা’ঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী, كِتَابُ الحَجِّ (হজ্ব অধ্যায়), بَابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (মিনা দিবসে খুৎবা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ...زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ»

অনুবাদ: *ইমাম তিরমিযী (রহ.) যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) -এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-*

সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু 'ওসমান (রহ) বলেন ... ... আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ- উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরণ রেখেছে, অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে।কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী নয়।

- ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূলুল্লাহ স. থেকে জ্ঞান অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ (শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৬, পৃ. ৪৭১।

জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসের তালিকা ও নীতিমালার সারসংক্ষেপ

1. ইসলামে জ্ঞানের উৎসের তালিকা হলো- কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস।
2. গুরুত্বের দিক দিয়ে কুরআন ও প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ সমান।
3. হাদীসের জ্ঞান অর্জনের চেয়ে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের জ্ঞান অর্জন করায় অধিক কল্যাণ।
4. নতুন সমস্যা ভিন্ন ইসলামের সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে হবে প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। সরাসরি কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে নয়।
5. সকল মূল বিষয়ে কিয়াস ও ইজমা বলতে বুঝাবে প্রাথমিক যুগের (তাবেয়ী ও তাবে-তাবেই যুগ) মণীষীদের কিয়াস ও ইজমা।
6. প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্রে থাকা বিষয়গুলো (Setteled issue) নিয়ে গবেষণা করা নিষেধ। তবে নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা নিষেধ নয়।
7. কুরআন বুঝা ভীষন কঠিন। তাই, কুরআন বুঝতে গেলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
8. বিজ্ঞান শেখা দুনিয়াবী কাজ তথা নিষেধ।
9. কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা কারো পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়।
10. কুরআন নয় হাদীসকে মূল উৎস ধরা।

জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎস ও নীতিমালার পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ

1. প্রচলিত জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালা কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই, এটি অবশ্যই গ্রহনযোগ্য নয়।
2. এটি ইসলামের প্রকৃত মনীষীদের তৈরি করা বললে কবীরা গুনাহ হবে। কারণ, এটি বলায় তাঁদের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে।
3. এ উৎসের তালিকা ও নীতিমালা ইবলিসের দোসরদের (গোয়েন্দা মণীষী) তৈরি করা এবং ইসলামের প্রকৃত মণীষীগণের নামে চালিয়ে দেয়া।

ইসলিস ও তার দোসরদের জ্ঞানের উৎস নীতিমালায় ভুল ঢুকানো সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় থাকা ভবিষ্যতবাণী

কুরআনে থাকা ভবিষ্যতবাণী

মানব জাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, ষড়যন্ত্র এবং সে ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্বলিত এক চমৎকার জীবন্তিকা সকল আসমানি গ্রন্থে উপস্থিত আছে।জীবন্তিকাটির সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলোকে মানব সভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুঃর্ঘনার ভবিষ্যতবাণী বলা যায়।আসমানী গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে শুধু সে জীবন্তিকা নির্ভুলভাবে উপস্থীত আছে। জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য

রচয়িতা: বিশ্বসমূহের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা
রচনা ও মঞ্চায়নের সময়কাল: মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে
মঞ্চায়ন স্থান: আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত
জীবন্তিকাটির বিভিন্ন চরিত্রে যারা অবদান/ভূমিকা রেখেছেন-
১. আল্লাহ তা'য়ালা- মূল চরিত্র
২. মানব জাতির পিতা- নবী আদম (আ.)
৩. মানব জাতির মাতা- হাওয়া (আ.)
৪. সকল মানব রুহ
৫. আল্লাহর তা'য়ালার কর্মচারীগণ- ফেরেশতাকুল
৬. সবচেয়ে বেশী ইবাদাতকারী জ্বিন
৭. মানব জাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)- ইবলিস শয়তান

ভবিষ্যতবাণী-১

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ.

(আল আ'রাফ/৭ : ১৬)
প্রচলিত অনুবাদ: সে (ইবলিস) বললো, আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেয়া সরল সঠিক পথে তাদের জন্য ওৎপেতে থাকবো।

প্রকৃত অনুবাদ: সে (ইবলিস) বললো- আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওৎপেতে থাকবো।

শিক্ষা : মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ যে স্থায়ী জীবন পরিচালনার পথ দিতে যাচ্ছেন ঐ পথ থেকে বিপথে নেয়ার জন্য ইবলিস সর্বক্ষণ চেষ্টায় থাকবে। আল্লাহর দেয়া স্থায়ী পথ কী?

ভবিষ্যতবাণী-২
ইবলিসের কথা
ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

(আল আ'রাফ/৭ : ১৬)
অনুবাদ: অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না।

সংলাপটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-
'অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:
ইবলিস মানব জাতীকে, জীবন পরিচালনার আল্লাহ তা'য়ালা দেয়া স্থায়ী পথ পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চালাবে।

'আর (ফলসরুপ) আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:
ইবলিস চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানব জাতীকে, জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে যেন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রকৃত শোকর আদায়কারী না হতে পারে।
আল্লাহ তথা আল্লাহর আদেশ ও নিশেধের শোকর আদায় করার দৃষ্টিকোন থেকে পৃথিবীর মানুষ তিনভাগে বিভক্ত-
১. শোকর আদায় না করা মানুষ
২. কল্যাণ/উপকার না জেনে বা না বুঝে শোকর আদায় করা মানুষ
৩. কল্যাণ/উপকার উপলব্দি করা বা জনার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করা মানুষ।

- কোনটি সঠিক?ইবলিস তৈরি হতে বাধা দিবে-
১. শোকর না করা মানুষ
২. কল্যাণ/উপকার না জেনে/না বুঝে শোকর আদায় করা মানুষ।
৩. কল্যাণ/উপকার জানা বা উপলব্ধি করার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করা মানুষ
৪. বলা কঠিন

কারণ কী?

কোনটি সঠিক?
ইসলামের স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো-
১. অমৌলিক জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া
২. জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া
৩. মৌলিক জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে দেয়া
৪. বলা কঠিন

কারণ, এটি করতে পারলে যা ঘটবে-
১. যে ব্যক্তিই ঐ উৎস ও নীতিমালা অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করবে সে ভুল জ্ঞান অর্জন করবে।

২. যে যতো বেশি জ্ঞান অর্জন করবে তথা উচ্চতর পড়া-শুনা করবে সে ততো বেশি ভুল জ্ঞান অর্জন করবে।

এর ফল সরুপ মানুষের আমলে মৌলিক ভুল হবে। আর এর চূড়ান্ত ফল হবে মানব জীবনে ব্যর্থতা বা চরম অশান্তি।ইবলিস ওপর ও নিচের দিক থেকে আসবে না বা আসতে পারবে না কেন?মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে দেখা যায়- ইবলিসের গভীর ষড়যন্ত্রের কারণে মানব জাতি আল্লাহর দেয়া জীবন পরিচালনা পথের সঠিক অর্থ ও সংজ্ঞাটিও হারিয়ে ফেলেছে।আল্লাহর দেয়া জীবন পরিচালনা পথের অর্থ হবে স্থায়ী পথ। আর ইবলিস অর্থ হিসেবে খাইয়েছে সরল পথ বা সরল সঠিক পথ।

কোনটি সঠিক?
স্থায়ী পথ এবং সরল সঠিক পথের মধ্যে-
১. ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান
২. কোন পর্থক্য নেই
৩. কিছু পার্থক্য থাকতে পারে
৪. বলা কঠিন

ভবিষ্যতবাণী-৩

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

অনুবাদ: সে (ইবলিস আরো) বললো, হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমাকে বিপথগামী করলেন তাই আমিও অবশ্যই পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো। তবে তাদের মধ্যকার আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত।(হিজর/১৫ : ৩৯, ৪০)

সংলাপটির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-

'আমিও অবশ্যই পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো'- অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:

ইবলিস নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয় করে তথা নিষিদ্ধ কাজটি করলে লাভ/কল্যাণ/নেকী/সাওয়াব/কিছুকাল জাহান্নামে থেকে অনন্তকাল জান্নাত ইত্যাদি পাওয়া যাবে বলে ধোকা দিয়ে সকল মানুষকে বিপথে নেবে।

'তবে তাদের মধ্যকার আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত'- অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:

নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেও ইবলিস আল্লাহর একনিষ্ট বান্দাদের ধোকা দিতে পারবে না। কারা এই 'একনিষ্ট' বান্দা? প্রশ্নটির উত্তর বর্তমান মুসলিম জাতিকে গভীরভাবে বুঝে নিতে হবে। একনিষ্ট বান্দা হবে তারা যারা আল্লাহর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের বৈজ্ঞানীক কল্যাণ জানবে। এ সকল মানুষদের নিকট ইবলিস নিষিদ্ধ কাজকে যতই আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করুক না কেনো তারা তা গ্রহন করবে না। কারণ, তারা ঐ নিষিদ্ধ কাজটির বৈজ্ঞানীক অকল্যাণ জানে।

- কোনটি সঠিক?নিষিদ্ধ কাজের বৈজ্ঞানীক অকল্যাণ এবং করণীয় কাজের বৈজ্ঞানীক কল্যাণ জানতে হলে মানব শরীর বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান-

  ১. অবশ্যই জানতে হবে   ২. জানলে ভাল   ৩. না জানলেও চলবে   ৪. বলা কঠিন

ইসলিস ও তার দোসরদের জ্ঞানের উৎস নীতিমালায় ভুল ঢুকানো সম্পর্কে সুন্নায় থাকা ভবিষ্যতবাণী
হাদীস-১

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، ... ...قَالَ: هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ العِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ

فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا القُرْآنَ فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا،

فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟

قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ

قَالَ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ :الخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا.

অনুবাদ: ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ দারদা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন-

আবূ দারদা (রা.) বলেন- আমরা রসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন- এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, এমনকি এ বিষয়ে (ইলম অর্জনের বিষয়ে) তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না।যিয়াদ ইবন লাবীদ আল-আনসারী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন- আমাদের নিকট হতে কিভাবে ইলম ছিনিয়ে নেয়া হবে? অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা তা তিলাওয়াত করবো এবং আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরকেও শিখাবো।

তিনি বললেন- হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, আমি তো তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! দেখো, ইয়াহুদী-নাসারাদের কাছে তওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী কল্যাণে আসছে? জুবাইর (রা.) বললেন, তারপর আমি ’উবাদা ইবনুস সামিত (রা.)-এর সাথে দেখা করে বললাম, আপনার ভাই আবূ দারদা (রা.) কি বলেছে তা আপনি শুনতে পাননি? আবূ দারদা (রা.) যা বলেছে, সেটি আমি তার নিকট বললাম। তিনি বলেন, আবূ দারদা (রা.) ঠিকই বলেছেন।

তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। ইলমের যে বিষয়টি সর্বপ্রথম মানুষের কাছ থেকে তুলে নেয়া হবে তা হলো বিনয়।খুব শীঘ্রই তুমি কোনো জামে মসজিদে গিয়ে হয়তো দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়।সুনানুত তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলমি (জ্ঞান অধ্যায়), বাবু মা জা’আ ফী যিহাবিল ইলম (জ্ঞান উঠে যাওয়া প্রসঙ্গে পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৩, পৃ. ৪৭০।

হাদীসখানির প্রচলিত শিক্ষা কী?

কিয়ামতের পূর্বে কুরআনের সকল অক্ষর আল্লাহ উঠিয়ে নিবেন। অর্থাৎ কুরআন সাদা হয়ে যাবে। আর এটি কিয়ামতের একটি আলামত।

হাদীসখানির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা:
'এক সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা- এক সময় ইবলীস ও তার দোসররা গভীর ষড়যন্ত্র করে মানব সভ্যতাকে কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।

'এমনকি এ বিষয়ে (ইলম বিষয়ে) তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না' অংশের ব্যাখ্যা:
শয়তান ও দোসররা, জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি এমন ভাবে পরিবর্তন করে দিবে যে- কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে তা থেকে সঠিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতাও মুসলিমরা হারিয়ে ফেলবে।

হাদীস-২
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ،
وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ،
حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.
অনুবাদ: ইমাম বুখারী (রহ.) 'আবদুল্লাহ বিনি 'আমর বিন 'আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-
'আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস (রা.) বলেন- আমি রসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে 'ইলম' উঠিয়ে নিবেন না। বস্তুত (প্রকৃত) আলিমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে।যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবেনা তখন মানুষ জাহিলদেরকে মাথা বানিয়ে নিবে।অতঃপর তাদেরক কোন কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে।বস্তুত তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

সহীহ আল-বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, كِتَابُ الْعِلْمِ (জ্ঞান অধ্যায়), بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ (কীভাবে জ্ঞান তুলে নেয়া হবে পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১০০, পৃ. ২৫।

হাদীসখানির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা:
'আল্লাহ সরাসরি তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নিবেন না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:
আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক সরাসরি কুরআনের অক্ষর বা আয়াত উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবেনা।

'আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:
কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে কুরআনের প্রকৃত আলিম না থাকার কারণে।এটি ঘটবে- ষড়যন্ত্রকারীদের জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালা পরিবর্তন করে দেওয়ার করণে।পরিবর্তন এতো গভীর হবে যে- ঐ উৎস ও নীতিমালার ভিত্তিতে যারা পড়াশুনা করবে তারা কুরআন তথা ইসলামের প্রকৃত জ্ঞানী হবে না।

'যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবেনা তখন মানুষ জাহিলদেরকে মাথা হিসেবে গ্রহন করবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:

মানুষের মাথা হলো জ্ঞানের আধার। কারণ, মাথায় থাকা ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain) থাকে জ্ঞান।তাই, এ অংশের ব্যাখ্যা হবে- যখন কোনো প্রকৃত আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল (Non-sense) ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানের আধার (জ্ঞানী/আলিম) হিসেবে গ্রহন করবে।

'তাদের নিকট কিছু জানতে চাইলে, জ্ঞান না থাকলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দিবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:

ভুল উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা গ্রহন করা ব্যক্তিদের নিকট কোন ফতওয়া জানতে চাইলে, তাদের শেখা ভুল জ্ঞান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিয়ে দিবে।

'বস্তুত তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:
ইবলিস ও তার দোসরদের বানানো উৎস ও নীতিমালা অনুসরণ করে শিক্ষা অর্জন করে আলিম খেতাব পাওয়া ব্যক্তিরা-
১. ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে।
২. অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করবে।

তারা অন্যদের পথভ্রষ্ট করবে দু'ভাবে-
১. বক্তব্য, ওয়াজ-নসীহত, লেখনি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি উপায়ে।
২. মানুষের করা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়ে বা সন্তোশজনক উত্তর দিতে না পারার মাধ্যমে।

কোনটি সঠিক?হাদীসখানি, মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থার-
১. শতভাগ সঠিক ভবিষ্যতবাণী
২. সাথে যায় না
৩. প্রায় শতভাগ সঠিক ভবিষ্যতবাণী
৪. বলা কঠিন

হাদীস-৩

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا.

অনুবাদ: ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিসাপুরী (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবুল 'আব্বাস মুহাম্মাদ বিন আহমদ আল-মাহবূবী থেকে শুনে তাঁর 'মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা.) বলেন- রাসূল সল্লাল্লাহু (স.) বলেছেন- তোমরা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করো ও তা মানুষকে শেখাও এবং তোমরা ফারাইজ শেখো ও তা মানুষকে শেখাও। কারণ, আমি মরণশীল। আর নিশ্চয় জ্ঞানকে উঠিয়ে নেয়া হবে। তারপর ভুল তথ্য প্রকাশ পাবে, এমনকি ফারাইজ বিষয়েও মানুষ

মতপার্থক্য করলে তা সমাধান করার মত কাউকে পাওয়া যাবেনা।আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, হাদীস নং ৭৯৫০, পৃ. ৪০৯।

হাদীসখানির প্রচলিত শিক্ষা কী?
হাদীসখানি সম্পত্তি বন্ঠন শেখা ও শেখানোর গুরুত্ব বর্ণনাকারী হাদীস হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। এমনকি সম্পত্তি বন্ঠনের জ্ঞান ইসলামী 'জ্ঞানের অর্ধেক' কথাটিও ব্যাপকভাবে চালু।

হাদীসখানির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা:
'তোমরা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করো ও তা মানুষকে শেখাও' অংশের ব্যাখ্যা শিক্ষা:
এ অংশে সকল মু'মিনকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে এবং তা মানুষকে শেখাতে বলা হয়েছে।

'তোমরা ফারায়েজ শেখো ও তা মানুষকে শেখাও' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:
'ফরায়েজ' শব্দটি 'ফরজ' শব্দের বহুবচন। ফরজ শব্দের একটি অর্থ হলো মৌলিক।অন্যদিকে কুরআনে আছে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় এবং একটি অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত)।তাই এ অংশের সাভাবিক ব্যাখ্যা হবে- তোমরা কুরআন তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শিখ এবং সেগুলো মানুষকে শেখাও।আর গুরুত্ব অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর অবস্থান হবে-
১. জ্ঞানের উৎস
২. জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি
৩. অন্যান্য মৌলিক জ্ঞান।

'কারণ আমি মরণশীল। আর নিশ্চয় জ্ঞানকে উঠিয়ে নেয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা:
রাসূল (স.)-এর এন্তেকালের পর ষড়যন্ত্রকারীরা (শয়তান ও দোসররা) কুরআনের ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষাকে হারিয়ে দিবে।

'তারপর ভুল তথ্য প্রকাশ পাবে' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:
কুরআনের ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষাকে সরিয়ে দিয়ে সে স্থানে ইবলিস ও তার দোসররা ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিবে।

'এমনকি ফারাইজ বিষয়েও মানুষ মতপার্থক্য করলে তা সমাধান করার মত কাউকে পাওয়া যাবে না' অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা:

ইবলিস ও তার দোসররা জ্ঞানের উৎসের তালিকা এবং জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি এমনভাবে পাল্টিয়ে দিবে যে, ইসলামের প্রকৃত জ্ঞানী/আলিম সমাজে থাকবে না।
ফলে যা ঘটবে-
১. ইসলামের মূল বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলেও তা সমাধান করার মতো কোন আলিম/জ্ঞানী লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না বা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে।
২. ইসলামের মৌলিক বিষয়ে উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের সন্তোশজনক উত্তর দেয়ার মতো কোন আলিম/জ্ঞানী পাওয়া যাবে না।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা (ভবিষ্যতবাণী)-

১. ইবলিস ও তার মানব দোসররা চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে বিভ্রান্ত করে দুনিয়া ও আখিরাতে অশান্তিতে নিমজ্জিত করার চেষ্টা করবে।

২. আর সে ষড়যন্ত্র মানুষের পৃথিবীতে আসার প্রথম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

৩. ইবলিস ও তার মানব দোসরদের মানব সভ্যতাকে অশান্তিতে নিমজ্জিত করার প্রচেষ্টার মূল কাজের স্তরসমূহ হবে-

ক. জ্ঞানের উৎসের তালিকায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া।

খ. বানানো নীতিমালার আলোকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলগণের সুন্নাহর ভুল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা।

গ. নেকী, সাওয়াব, কল্যাণ ইত্যাদির মোড়ক লাগিয়ে ভুল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা মানুষকে গ্রহন করানো।

৪. হিতাকাঙ্ক্ষী তথা বন্ধুর বেশ (মানবতাবাদী, গরীবের বন্ধু, সমাজকর্মী, সমাজসেবী ইত্যাদি) ধরে আসবে।

৫. বক্তব্যকে বিশ্বাস করার মতো মানসিক অবস্থা তৈরি করামূলক কথা বা তথ্য (যেমন- আল্লাহর কসম খাওয়া, আন্তর্জাতিক ক্ষতি সম্পন্ন, মুহাক্কীক, আল্লামা, মাক্কী, মাদানী, আজহারী, দওবন্দী, হাটহাজারী, মুহাদ্দিস, মুফতি, মুফাস্সির, অধ্যক্ষ, প্রফেসর, চিকিৎসক, ইন্জিনিয়ার, আকাবের, পীর, মুরব্বী ইত্যাদি খেতাব) বলা বা দেয়ার পর ষড়যন্ত্রমূলক কথাগুলো উপস্থাপন করা।।

উল্লিখিত ভবিষ্যতবাণী আজকের দিন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হওয়ার মাত্রা

উল্লিখিত ভবিষ্যতবাণী, মানবসভ্যতার আজকের দিন পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হওয়ার মাত্রা প্রায় শতভাগ।
এ কথার প্রমাণ কী?

প্রমাণ-১

- কোনটি সঠিক?বিশ্বমানবতা ও মুসলিম জাতি বর্তমানে-
  ১. শান্তিতে আছে ২. অশান্তিতে আছে ৩. চরম অশান্তিতে আছে ৪. মহা শান্তিতে আছে ৫. বলা কঠিন

প্রমাণ-২

জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসের তালিকা।

প্রমাণ-৩

জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী মূলনীতি।

প্রচলিত মূলনীতি অনুসরণ করে পরিচালিত তাফসীরের ২টি উদাহরণ

উদাহরণ-১

- কোনটি সঠিক?ইমাম হানীফা ও তার সহচরদের মর্যাদার কথা কুরআন ও হাদীসে উপস্থিত-
  ১. আছে২. নেই ৩. থাকার কথা নয় ৪. থাকতে পারে৫. বলা কঠিন

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم.

(সূরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ৩৮)

অনুবাদ: ওহে তোমরাই তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে। আর যারা কার্পণ্য করে তারা নিজেদেরই প্রতি কার্পণ্য করে। আর আল্লাহ ঐশ্বর্যময় এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আর যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবেনা।

আয়াতখানির 'অন্য জাতি' কথাটির প্রচলিত তাফসীর-
হাসান বসরী (রহ.) বলেন- অন্য জাতি বলতে অনারব জাতিকে বোঝানো হয়েছে।ইকরামা (রহ.) বলেন- এখানে পারসিক ও রোমক জাতিকে বোঝানো হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে- রাসূল (স.) যখন সাহাবায়ে কিরামের সামনে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন তখন তাঁরা আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.) তারা কোন জাতি? যাদেরকে আমাদের স্থানে আনা হবে? অতঃপর তারা আমাদের মতো, শরিয়তের বিধানবলীর প্রতি বিমুখ হবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) তখন মজলিসে উপস্থিত সালমান ফারসী (রা.)-এর উরুতে হাত মেরে বললেন- সে এবং তার জাতি।যদি সত্যধর্ম সপ্তর্ষিমন্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকতো তবুও পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানে পৌঁছে সত্যধর্ম হাসিল করতো এবং তা মেনে চলতো।

(তিরমিযী, হাকেম, মাযহারী)শায়খ জালালুদ্দিন সুয়ুতী ইমাম আবু হানীফার প্রসংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন- আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরদের বোঝানো হয়েছে। কেননা তারা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি যেখানে আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ পৌছেছেন।
(তাফসীর মাযহারীর প্রান্ত টীকা)

তাফসীরে মা'আরেফূর কোরআন। মূল উর্দু রচনা- মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)। অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। ১ম সংস্করণ, মে ১৯৮৮। পৃষ্ঠা নং-৪২।

- কোনটি সঠিক?আয়াতখানির প্রচলিত ব্যাখ্যাটি-
  ১. সঠিক
  ২. করা হয়েছে হানাফী মাযহাবের মর্যাদাকে ওপরে উঠানোর জন্য
  ৩. করার পেছনে কোন বিশেষ কারণ নেই
  ৪. বলা কঠিন

কুরআন ব্যাখ্যার প্রকৃত মূলনীতি অনুসরণ করলে আয়াতখানির প্রচলিত ব্যাখ্যা এবং তা থেকে আহোরিত সিদ্ধান্তে পৌছানো কোনভাবেই সম্ভব হতো না।

উদাহরণ-২
তাফসীরে মাযহারী
কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.)
(১১৪৩ -১২২৫ হি.)
মূল তাফসীর আরবী ভাষায়
সেরহিন্দ পালিকেশন
৮৯, যোগীনগর রোড

উয়ারী, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯ইং

يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيْدٌ . فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ . خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ .

(হুদ/১১ : ১০৫-১০৭)

অনুবাদ : যখন সেদিন আসিবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ বাক্যালাপ করিতে পারিবে না। উহাদিগের মধ্যে অনেকে হইবে হতভাগ্য ও অনেকে ভাগ্যবান। অতঃপর যারা হতভাগ্য তার থাকবে অগ্নিতে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ। সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ততদির পর্যন্ত যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

আয়াতখানির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা
'ইওমা ইয়াতি' অংশের ব্যাখ্যা-
অর্থ প্রতিফল দিবস। অর্থাৎ পুরস্কার ও তিরস্কার দিবস।অথবা সেদিন হবে আল্লাহ পাকের বিশেষ আবির্ভাবের দিন। যেমন এক আয়াতে বিঘোষিত হয়েছে- তারা কি আল্লাহর আগমনের প্রতিক্ষা করছে? বস্তুত এসেই গিয়েছেন তোমাদের প্রতিপালক।

'সেদিন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ বাক্যালাপ করিতে পারিবে না' অংশের ব্যাখ্যা-
ঐ মহা বিচারের দিবসে বিস্ময় ও ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়বে সকলে।কেউ কার জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। এমন কোন বাক্যও উচ্চারণ করতে পারবে না যাতে করে কারো কিছু উপকার হয়।এক আয়াতে বলা হয়েছে- সেদিন কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। পরম করুণাময়ের অনুমতি ব্যতিরেকে।

'উহাদিগের মধ্যে অনেকে হইবে হতভাগ্য ও অনেকে ভাগ্যবান' অংশের ব্যাখ্যা-
অদৃষ্টলিপিতে পূর্বাহ্নে যাদেরকে হতভাগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তারাই সেদিন হবে হতভাগ্য।আর যাদের অদৃষ্টলিপিতে পূর্বাহ্নে সৌভাগ্যশালী বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, তারাই সেদিন হবে ভাগ্যবান।হজরত আলী বলেছেন- আমি একদিন এক জানাযার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। জান্নতুল বাকী কবরস্থানে উপস্থিত হতেই দেখলাম, আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন প্রাণপ্রিয় রাসূল। তার হতে ছিল একটি ছড়ি।আমার কাছাকাছি এসে মাটিতে উপবেসন করলেন তিনি। তারপর ছড়িটি মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বললেন-এমন কোন মানব নেই যার জান্নাত অথবা জাহান্নাম পূর্বনির্ধারীত নয়।একজন বললেন- হে প্রিয়তম রসূল! যদি তাই হয় তবে আমরা তকদিরের ওপর নির্ভর করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবো না কেন?তিনি (স.) বললেন- ব্যাপারটি সে রকম নয়। কাজ করতে থাকো। তকদির অনুসারে সময় এগিয়ে আসবে।

যারা হতভাগ্য তারা উদ্দীপিত হবে দুর্ভাগ্যের দিকে। আর যার সৌভাগ্যশীল তারা সামার্থ্য লাভ করবে পুণ্যকর্মের।এরপর তিনি (স.) পাঠ করলেন- অনন্তর যারা দান করে সংযত হয় এবং সকল বিষয়কে সত্য জ্ঞান করে, ফলতঃ সুনিশ্চিত যে আমি তার জন্য সহজতর করবো সরল পথকে।
(বাগবী, বোখরী, মুসলিম)

'অতঃপর যারা হতভাগ্য তার থাকবে অগ্নিতে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ' অংশের ব্যাখ্যা-

হজরত ইবন আব্বাস বলেছেন- উচ্চসরে চিৎকারকে বলে জাফীর এবং অনুচ্চস্বরের আর্তনাদকে বলে শাহীক্ব।যুহাক ও মুকাতিল বলেছেন- গাধার প্রারম্ভিক বিকট চিৎকারকে বলে জাফীর। আর শেষের ক্লান্ত অনুচ্চ স্বরকে শাহীক্ব।কামুস গ্রন্থে রয়েছে- গর্ধবের বক্ষ ও উদার থেকে উচ্চারিত আর্তচিৎকারই শাহীক্ব। আবুল আলিয়া বলেছেন- কন্ঠ মুশ্রিত ধ্বনি হচ্ছে জাফির আর বক্ষ-উৎসারিত কেঁপে কেঁপে উঠা আওয়াজকে বলে শাহীক্ব।আল্লামা বায়যাবী বলেছেন- প্রশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত বহির্মুখী ধ্বনির নাম জাফীর। আর নিশ্বাসের সঙ্গে উত্থিত অন্তর্মুখী ধ্বনির নাম শাহীক্ব।

তবে গর্ধবের প্রাথমিক বিভৎস চিৎকারের নাম জাফীর। আর শেষ দিকের নিস্তেজ আওয়াজের নাম শাহীক্ব- এ অর্থটিই বহুল ব্যবহৃত।কামুস গ্রন্থে রয়েছে, ধাক্কা দিয়ে প্রশ্বাস উদগীরণের সঙ্গে 'আহ' 'উহ' ধ্বনিকে বলে জাফীর।

'সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ততদির পর্যন্ত যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে' অংশের ব্যাখ্যা-
জুহাক বলেছেন- আকাশ ও পৃথিবী বলে এখানে বেহেশতের আকাশ ও মাটিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেখানকার উর্ধ্বদেশ হচ্ছে আকাশ এবং পদতলের ভূমি হচ্ছে পৃথিবী। এটা নিশ্চিত যে হাশরের দিবসে সকল মানুকে সমবেত করা হবে একটি স্থানে। ঐ স্থানের উপরের দিক হচ্ছে সেখানকার আকাশ এবং ঐ স্থানটি হচ্ছে সেখানকার পৃথিবী। ভাষা বিশারদগণ বলেছেন- আরবীভাষীরা আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গে যখন কোন কর্ম সম্পন্ন করার শর্ত সংযুক্ত করে তখনই তারা এর মর্মার্থ গ্রহন করে চিরস্থায়ী।

যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন' অংশের ব্যাখ্যা-
কথাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে- দোযখবাসীরা দোযখে অবস্থান করবে একটি নির্ধারীত সময়ের জন্য। তারপর তারা নিষ্কৃতি পাবে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসেও এই ধারণটির পোষকতা বিদ্যমান।হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন এমন সময়ের আগমন অবশ্যই ঘটবে যখন দেখা যাবে দোযখে আর কেউ নেই।শতাব্দির পর শতাব্দি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঐ সময়টির আগমন ঘটবে।হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনাও অনুরূপ।সুফী দার্শনিক শায়খ মুহিউদ্দিন আরাবীও এই অভিমতের প্রবক্তা। কিন্তু অভিমতটি কোরআন ও সুন্নাহর অননুকুল (বিরোধী)।

কুরআন মাজিদে স্পষ্ট বলা হয়েছে- সেখানে তারা স্থায়ী হবে। রসূল স. বলেছেন- যদি নরকবাসীদের বলা হয় এখানকার অগনিত পাথরের সংখ্যা যত ততদিন তোমরা থাকবে নরকে, তবে তারা হবে মহা আনন্দিত। আর যদি স্বর্গবাসীদের বলা হয় এখানকার এই বিপুল পরিমান প্রস্তরগুলোর সংখ্যা যত তোমাদের স্বর্গবাসের মেয়াদ হবে তত দিবস, তবে তারা হবে ভয়ানক অপ্রসন্ন। কিন্তু এরকম হবে না।
১. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও আবু নাইম।
২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা এনেছেন।
৩. আল্লামা তিবরানী তার কবীর গ্রন্থেও এরকম লিখেছেন।
৪. হজরত মুয়াজ বিন জাবাল থেকে হাকেমও এরকম বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি বিশুদ্ধ।

হজরত মুয়াজ বিন জাবাল বলেছেন- রসুল (স.) আমাকে ইয়েমেনের শাসক হিসেবে প্রেরণ করলেন। সেখানে এক জনসমাবেশে আমি বললাম- হে জনতা আমি আল্লাহর রাসূল কর্তৃক প্রেরিত দূত।

তিনি আমাকে এ কথা জানানোর জন্য পাঠিয়েছেন যে- আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে যেতে হবে সকলকে। গন্তব্যস্থান হব জান্নাত অথবা জাহান্নাম। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তরের কোন সুযোগ। সেখানে আমরা হবো অক্ষয় ও অমর।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বলেছেন- রসুল (স.) বলেছেন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে ও জাহান্নম বাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার জনৈক ঘোষক ঘোষনা করবেন হে জাহান্নামবাসী তোমাদের আর মৃত্যু নেই। হে জান্নাতবাসী তোমরাও অমর তোমাদের সকলের বসবাস চিরস্থায়ী।তিনি (স.) বলেছেন- তখন বলা হবে, হে জান্নাতী জনতা তোমরা এখন মৃত্যুহীন ও চিরস্থায়ী। হে জাহান্নামবাসী জনতা তোমরাও এখন মৃত্যুবিবর্জিত ও চিরন্তন।অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, তখন মৃত্যুকে জবাই করা হবে। বলা হবে, এবার মৃত্যুর মৃত্য ঘটলো। আরো ঘোষণা করা হবে জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীবৃন্দ মৃত্যু নেই।

- হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু সাইদ খুদরী থেকে হাদীসটি বর্ণানা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।
- হাকেম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থকে এবং বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ।

ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে- এমন সময়ের আগমন অবশ্যই ঘটবে যখন দেখা যাবে দোযখে আর কেউ নেই।হাদীসটিকে হাকেম ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে- হাদীসটি যদি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয় তবে তার ব্যাখ্যা হবে- এমন সময় আসবে যখন দেখা যাবে মহাপাপের (কবীরা গুনাহ) কারণ যে সকল ঈমানদার দোযখবাসী হয়েছিল তারা আর কেউ সেখানে নেই। সেখানে কেবল থাকবে কাফেররা।

'সেখানে তারা স্থায়ী হবে' কথাটির ব্যাখ্যা হিসেবে- আমি বলি, আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বেদাতী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে। অবশ্য অধিকাংশ ভাষ্যকারগণ বলেছেন- এখানে স্থায়ী কথাটির অর্থ হবে সীমাহীন সময়। আলেমগণের ঐক্যমত্য এই যে, কাফেরকুল জাহান্নামে অবস্থান করবে অনন্তকাল।তাই যদি হয় তবে এই আয়াত এবং আয়াতে উল্লেখিত ইসতিসনা (ব্যতিক্রম) দু'টির মর্ম কি হবে সে সম্পর্কে আলিমগণ মতপ্রভেদ করেছেন। আমার (মাযহারি রহ.) মতে সর্বোত্তম মর্মার্থটি এরকম- সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের (কাফির) জাহান্নাম বাস হবে চিরস্থায়ী। আর তারা স্থানান্তরিত হবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ড থেকে ফুটন্ত পানিতে। অর্থাৎ জাহীম থেকে হামীমে। আবার হামীম থেকে জাহীমে।ঐ দুটো স্থানের যেকোন একটিতে তারা স্থায়ীভাবে আবদ্ধ থাকবে না। তারা চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে জাহীম ও হামীমের চতুপার্শে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাগবী লিখেছেন- কাফিররা নরকের হামীম ও জাহীম নামক স্থানে চক্রাকারে আবর্তীর্ণ হবে।

লেনিহান আগুনের প্রাণনান্তকার দহনে পিপাসার্ত নরকবাসীরা যখন পানি প্রার্থনা করবে তখন তাদের পান করতে দেয়া হবে অত্যুষ্ণ পানি যা হবে তেল ও তরল তাম্র সদৃশ।এক আয়াতে বলা হয়েছে- তারা আবর্তীত হতে থাকবে কল্পনাতীত উষ্ণতা ও শৈত্যের মধ্যে।হজরত আবু হোরায়রা থেকে, বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন- জাহান্নাম তার পালনকর্তার নিকট আবেদন জানিয়েছিল, হে পরোয়ারদেগার! সুতীব্র উত্তপ্ততার কারণে আমার এক অংশ অপর অংশকে বিলোপ করে দিচ্ছে।ঐ প্রার্থনার কারণে আল্লাহপাক তাকে বৎসরে দু'বার নিশ্বাস পরিত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন। একবার গ্রীষ্মকালে। আর একবার শীতকালে।তাই গ্রীষ্মকালে অনুভুত হয় প্রখর উত্তাপ। আর শীতকালে অনভূত হয় প্রচন্ড শৈত্য। !!!

- বাযযার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাইদ থেকে।

- আর তিনি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে।

কতিপয় বিচক্ষন ভাষ্যকর মনে করেন- 'অতপর যারা হতভাগ্য' অংশের অর্থ গোনাহগার মু'মিনরা। পাপের প্রয়শ্চিত্তস্বরূপ তাদেরকে নরকে নিক্ষেপ করা হবে। প্রয়শ্চিত্তের মেয়াদ শেষে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে।হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে- রসুল (স.) বলেছেন, কিছু সংখ্যক পাপী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হলেও এক সময় নিষ্কৃতি লাভ করবে। জান্নাতবাসীরা বলবে তোমরাতো ছিলে জাহান্নামী। (বোখারী)

হজরত ইমরান বিন হোসাইন বলেছেন- রসুল (স.) এরশাদ করেছেন, আমার শাফায়াতে কিছু সংখ্যক লোক জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে বলা হবে জাহান্নামী।হজরত মুগীরা বিন শো'বা থেকেও তিবরানীও অনুরুপ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।তাঁর বর্ণনা অতিরিক্ত সংযোজন হলো- ওই লোকগুলো তাদের জাহান্নামের নাম মুছে দেয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন জানাবে। আল্লাহপাক তখন তাদের জাহান্নামী নাম বিলুপ্ত করে দিবেন। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনায় এসেছে- রসুল (স.) বলেছেন আমার উম্মতের কিছু লোক জাহান্নামী হবে। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছাতে তারা অবস্থান করবে জাহান্নামে।

কাফেররা তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলবে- তোমরা না ঈমানদার। কী লাভ হলো ঈমানদার হয়ে? এখন তোমরাওতো জাহান্নামীতখন আল্লাহ পাক পাপী ঈমানদারদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। এরপর তিনি (স.) তিলাওয়াত করলেন- মাঝে মাঝে কাফিররা মনে করবে, 'যদি আমরা ঈমানদার হতাম'।

- হজরত আবু মুসা থেকে তিবরানী, বায়হাকী ও ইবনে আবি হাতেমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।
- হজরত আবু সাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন তিবরানী।

رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ .

অনুবাদ : (যখন) সময় আসবে কাফিররা কামনা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হতো।
(সূরা হিজর/১৫ : ২)
উল্লেখ্য যে- পাপী ইমানদারদের জাহান্নামে প্রবিষ্ট হওয়া এবং সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্পর্কিত হাদীসগুলো সর্বজনবিদিত পর্যায়ের।বায়যাবী লিখেছেন- গোনাহগার মুমিনদের নরক থেকে বের করা হবে এতটুকু যথেষ্ট। বিষয়টি সেখানকার চিরস্থায়ী নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। চিরস্থায়ী কথাটি তাদের উপর পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। কারণ, তারা শাস্তির সময় থাকবে দোযখে। আবার শাস্তিমুক্ত হওয়ার পর থাকবে বেহেশতে। সুতরাং তাদের দোযখ ও বেহেশতবাস খাটি কাফের ও খাটি ঈমানদারদের মতো চিরস্তায়ী নয়। এ কারণেই তাদেরকে পাপের কারণে হতভাগ্য এবং ঈমানের কারণ সৌভাগ্যবান বলা হয়েছে।
একটি জটিলতা- আখেরাতে মানুষ বিভক্ত হবে দু'টি দলে। একদল হবে সৌভাগ্যবান এবং আর এক দল হবে দুর্ভাগ্য।

কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে দল হবে আরো একটি- যারা প্রথমে দুর্ভাগা এবং পরে সৌভাগ্যশালী। বিষয়টি পরস্পর বিরোধী নয় কি?'জটিলতার জবাব : পরস্পর বিরোধী দু'টি বিষয়ের সমাধান করা যেতে পারে এভাবে-

১. দু'টি পরস্পর বিরোধী বস্তুর একই সঙ্গে উপস্থিত হওয়া যেমন সম্ভব নয়। তেমনি সম্ভব নয় বস্তুদু'টির যুগপৎ বিলুপ্তির। এমন অবস্থায় একটি থাকলে অপরটি থাকবে না। যেমন- অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব। হা ও না।

২. দু'টি পরস্পর বিরোধী বস্তু এক হতে পারে না। কিন্তু একই সাথে বস্তু দু'টো অবলুপ্ত হলে তৃতীয় একটি বস্তুর উপস্থিতি সেখানে ঘটতে পারে। যেমন- একই সাথে একটি বস্তু সাদা ও কালো হতে পারে না। কিন্তু একই সাথে তা সবুজ বা লাল হতে পারে।

৩. এ রকমও সম্ভব নয় যে- পরস্পর বিরোধী দু'টি আয়াত একই সঙ্গে অনুপস্থিত। বরং সে দুটোর একত্র হওয়া সম্ভব। যেমন- হাশরের দিনে সৌভাগ্যশালী বা হতভাগ্য কোনটি নয়, এরকম হওয়া সম্ভব নয়। তবে, এরকম হওয়া সম্ভব যে একই সঙ্গে সে হতভাগ্য ও সৌভাগ্যবান।

এ ধরণের ব্যাক্তি হতভাগ্য বলে কিছুকাল নরকে বসবাস করবে। আর সৌভাগ্যবান বলে একসময় নিষ্কৃতি লাভের পর প্রবেশ করবে জান্নাতে। আলোচ্য আয়াতে সেকথাই বলা হয়েছে। কোন কোন আলিম বলেছেন- এখানে 'মাশাআ' শব্দটির মূল রূপ হবে 'মানশাআ'। আর মাশাআর উদ্দেশ্য হবে পাপিষ্ঠ মুমিন।কোন কোন ব্যাখ্যাতা বলেছেন- বিচার দিবসে হাশরের মাঠে উপস্থিতির সময় অথবা আলমে বারযাখে (কবরের জগতে) অবস্থানের সময়টি এর ব্যতিক্রম।হাশরের হিসাব-নিকাশ শেষে চিরদিনের জন্য নির্ধারিত হবে জান্নাত ও জাহান্নাম। আলমে বারযাখ ও হাশরের সময় চিরকালিন নয়। এ দুই অবস্থায় মানুষ জান্নাতবাসী যেমন নয়, তেমনি জাহান্নামবাসীও নয়। এমত ব্যাখ্যার পরিপ্রক্ষিতে ও বায়যাবীর বক্তব্যানুসারে চিরস্থায়ী কথাটি ব্যতিক্রমধর্মী। অর্থাৎ আলমে বারযাখ ও হাশরের সময় বাদে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।

কোন কোন ভাষ্যকারের মতে এখানে ইসতিসনা (ব্যতিক্রম) সম্পৃক্ত হবে জাফীর ও শাহীক্ব শব্দদ্বয়ের সঙ্গে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মনোনীত সময়সীমার মধ্যে শোনা যাবে না তাদের বিকট চিৎকার ও গাধার মতো নিস্তেজ আওয়াজ।আল্লামা সুয়ুতী তাঁর বুদুরুস সাফিরাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- আলোচ্য আয়াতে 'ইল্লা' শব্দটি 'লা' (না সূচক) অর্থে ব্যবহৃত। তাই, এর অর্থ ব্যতিক্রমী না হয়ে হবে 'ব্যতীত'।যেমন- আরবীভাষীরা বলে থাকে- লাকা আলাইয়্যা... ... (আগের দুই হাজার ব্যতীত আমাকে তোমার এক হাজার দিরহাম দেয়া কর্তব্য)। এর অর্থ- তুমি আমাকে সর্বসাকুল্যে তিনহাজার দিরহাম দিবে।

এই ব্যাখ্যাটির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাড়াবে- হাশরের মাঠের অবস্থানকাল হবে আকাশ ও ভূমন্ডলের স্থিতিকালের সমান। আর অনন্তকালের অবস্থিতি হবে আল্লাহ পাকের অভিপ্রায়রূপ। ঐ অবস্থিতিই চিরকালীন অবস্থিতি। তবে ভেবে দেখতে হবে- এ রকম অসার যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমাদের কি লাভ? আর 'ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে'- আল্লাহপাকের এই উক্তির সার্থকতাই বা কোথায়?প্রকৃত কথা হচ্ছে- বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে প্রয়োজন গভীরতর প্রজ্ঞার।এখানে প্রথমতঃ সুদীর্ঘ সময় বলতে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতিকালের সময়সীমাকে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিষয়ে মানুষ ধারণা রাখে।

অতঃপর ইঙ্গিত করা হয়েছে অনন্ত ও অগম্য সময়ের প্রতি, যাতে মানুষ অনন্তকাল সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারে।কেউ কেউ বলেছেন এখানে 'ইল্লা' শব্দটি 'ওয়াও' বা 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- 'লিআললা ইয়াকুনা... ... (তোমাদের বিরুদ্ধে যেন কোন প্রমাণ না থাকে, না মানবকুলের না অত্যাচারীদের)।এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাড়াবে- যতদিন আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থান ছিল এবং সেখানে অবস্থান করবে ততদিন। এ ছাড়া ততদিন যতদিন আল্লাহপাক ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নাম হবে সার্বক্ষণিক।

প্রখ্যাত ব্যাকরণজ্ঞ ফাররা বলেছেন- এটা এমন এক ধরনের ইসতিনসনা (ব্যতিক্রম) যা কার্যত কখনো প্রকাশ পাবে না।যেমন- কাউকে প্রহার করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বলা হলো- আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই তোমাকে প্রহার করবো। তবে হা, প্রহার না করাই যদি আমার নিকটে ভাল মনে হয় তবেতো ভালই।এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাড়াবে- তারা সেখানে ততকাল অবস্থান করবে, যতকাল বিদ্যমান থাকবে আল্লাহপাকের ইচ্ছা। আর আল্লাহপাক এর বিপরীত ইচ্ছা করলে কেবল তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে।

অর্থাৎ আল্লাহপাক ইচ্ছা করলেই তাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন। তবে তিনি এরকম করবেন না। কাতাদহ বলেছেন- আমাদের জ্ঞান আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ ধারণ করতে অক্ষম। কাজেই শেষ কথা হচ্ছে, আল্লাহপাকই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।(ইবনে কাসীর কাতাদাহ রহ.-এর উল্লিখিত কথাটি তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন এভাবে- এ সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই রয়েছে)

'তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন' অংশের ব্যাখ্যা-
একথার অর্থ, হে রসুল! শুনে রাখুন, আপনার প্রতিপালক তার ইচ্ছা প্রকাশে চিরমুক্ত ও চিরস্বাধীন।
সুতরাং কেউ যেন মনে না করে যে- নরকবাসীদের চিরকাল নরকে রাখতে তিনি বাধ্য।
অতএব বিশ্বাস করুন যে- তিনি ঔচিত্য ও বাধ্যতা থেকে পবিত্র।!!!
ইচ্ছা করলে তিনি তাদের নিষ্কৃতিও দিতে সক্ষম (যদিও তিনি এরকম করবেন না)। এদিক থেকে ইসতিনসা (ব্যতিক্রম) সঠিক।
এ তাফসীর থেকে আয়াত তিনখানির প্রকৃত শিক্ষা বুঝা-
১. সকলের পক্ষে সম্ভব
২. কারো পক্ষে সম্ভব নয়
৩. অনেকের পক্ষে সম্ভব
৪. অবশ্যই কারো পক্ষে সম্ভব নয়
৫. বলা কঠিন
মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানো তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানো তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে
ওয়েবসাইট : www.qrfbd.org
ই-মেইল : qrfbd2012@gmail.com
সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৪৪-৪১১৫৫৯(আইটি), ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭(দাওয়াহ)